# মে দিবসের আলোকে শ্রমিকশ্রেণীর স্ব-মুক্তি

## ঘটনা

অক্সফোর্ড ইংলিশ এনসাইক্লোপেডিক ডিকশনারি অনুসারে - মে দিবস ১লা মে, বিশেষতঃ একটা উৎসবের (শুরুতে বসন্ত কালের উর্বরতা অনুষ্ঠানের) নাচগানের দিন, আর, (১৮৮৯ থেকে) মজুরদের সম্মানে আন্তর্জাতিক ছুটির দিন।

অতি সংক্ষেপে '(১৮৮৯ থেকে) মজুরদের সম্মানে আন্তর্জাতিক ছুটির দিন' বলার ভিতরে আসল ঘটনাটা কিন্তু চেপে যাওয়া হয়েছে। দুনিয়ার মজুরগণ এই তথাকথিত সম্মানের ছুটির দিনটা পুঁজিপতি শ্রেণীর হাত থেকে উপহার হিসেবে পাননি। নিজেদের শ্রেণীর রক্তে রাঙা দীর্ঘ শ্রেণী সংঘর্ষের পথে এই ছুটির দিনটা জিতে নিতে হয়েছে তাদের।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রথম যুগে একজন মজুরকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত কঠোর ঘাম ঝরানো মেহনতে পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যে বিপুল পরিমান বাড়তি উৎপাদনের বিনিময়ে রোজগার করতে হোত জীবনধারণোপযোগী ন্যূনতম মজুরি বা বেতন - তার শ্রমশক্তির দাম।

১৯ শতকের শুরুতে ১০ ঘন্টা কাজের দিনের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় আমেরিকায়। এই দাবিতে ১৮২০ থেকে ১৮৪০ মজুরদের স্ট্রাইক স্ট্রাগলে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সারা দেশ। ১৮২৭ সালে ঐ একই দাবি তুলেছিলেন ইংল্যান্ডের গৃহনির্মান শিল্পের মজুরগণ।

সে যাই হোক, মে দিবসের ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি জড়িত যে সংগ্রাম তার সূচনা হয়েছিল ১৮৮৪ তে আমেরিকায়, ৮ ঘন্টা কাজের দিনের দাবিতে। দ্য ন্যাশনাল লেবর ইউনিয়ন গঠিত হয় ১৮৮৬ তে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ৮ ঘন্টা কাজের দিনের আইন প্রণয়নের জন্যে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়।

এই সময় আমেরিকায় চিকাগো হয়ে উঠেছিল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী কাজকর্মের কেন্দ্র।

স্পষ্টতঃ, সেখানেই ৮ ঘন্টা কাজের দিনের আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয় ১৮৮৬-র ১লা মে জেনারেল স্ট্রাইকের মধ্য দিয়ে। পুঁজিপতি শ্রেণী ও তাদের চিকাগো সরকার মজুরদের সংগঠন ও সংগ্রামকে দমন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা মজুরদের ১লা মে-র মিছিলের পথ অবরোধ করে। ৩রা মে পুলিশ ম্যাক কমিক রাইপার ফ্যাক্টরির স্ট্রাইকরত মজুরদের মিটিং আক্রমণ করে, হত্যা করে ৬ জনকে এবং আহত করে অনেককে। ৪ঠা মে প্রতিবাদ সভা হচ্ছিল হে মার্কেট স্কোয়ারে, সভা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং তার কাজ শেষ হতে যাবে এমন সময় পুলিশ অতর্কিতে আক্রমণ শুরু করলে ভীড়ের ভিতর থেকে একটা বোমা উঠে আসে, ফাটে এবং একজন সার্জেন্ট নিহত হন। সংঘর্ষ বেধে যায়। সাতজন পুলিশ ও চারজন মজুর নিহত হন। হে মার্কেটে রক্তপাত, পারসন্স, স্পাইজ, ফিশার এবং অ্যাঞ্জেলকে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝোলানো, আর চিকাগো মজুরদের সংগ্রামী সংগঠকদের কারাগারে বন্দি করা - এই হল মজুরদের প্রতি পুঁজিপতিদের জবাব।

১৮৮৮ তে - ফাঁসির এক বছর পর - দ্য ফেডারেশন অব লেবর অব আমেরিকা তার সেন্ট লুইস কংগ্রেসে ৮ ঘন্টার আন্দোলন আবার শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৮৮৯-এর ১৪ই জুলাই প্যারিসে বিভিন্ন দেশের সোসালিষ্ট মুভমেন্টের ডেলিগেটগণ সমবেত হন বাস্তিল[১] ('প্যারিস শহরে চতুর্দশ শতকে নির্মিত একটি দুর্গ এবং সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতক এটি রাষ্ট্রীয় কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এটি স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক হয়ে পড়েছিল এবং ১৪ই জুলাই ১৭৮৯ গণ অভ্যুত্থানে আক্রান্ত ও বিদ্ধস্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সূচক বলে চিহ্নিত হয়ে আছে - এই ঘটনার বার্ষিকী উদ্‌যাপন হয় জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে।) দুর্গের পতনের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে। এখানেই গঠিত হয় **দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক**। ফেডারেশন অব লেবর অব আমেরিকার পূর্ব সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রতি বছর ১লা মে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ দিবস হিসেবে পালিত হবে। মজুরগণ তাঁদের নিজের নিজের দেশে সর্বত্র ৮ ঘন্টা কাজের দিনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন।

## শিক্ষা

ইতিমধ্যে দেশে দেশে ৮ ঘন্টা কাজের দিনের আইন বা নিয়ম হলেও পুঁজিবাদী উৎপাদনের সংগঠিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া অন্যত্র তা কার্যত মানা হয়না। তাছাড়া বাণিজ্য চক্রের মন্দার পর্যায়ে ব্যাপক বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে মালিকশ্রেণী কাজের দিনকে খুশিমতো চরম সীমা পর্যন্ত বাড়িয়ে নেয়। অথচ আট ঘন্টা কেন এখন তার একটা সামান্য ভগ্নাংশ সময়ের কাজেই দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় যতো ভোগের জিনিস বানানো সম্ভব হচ্ছে। এখন প্রতি ২০ জন মজুরের মধ্যে মাত্র ১ জন আমাদের সকলের জন্যে প্রকৃত দরকারি সব ভোগ্য দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করেন। হিসেব করা হয়েছে যে আগামী ২০ বছরের ভিতরে বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ জনই সকলের জন্যে সবকিছু উৎপাদন করবেন- আর তা করবেন চলতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদনের কৃত্রিম বাধাবিপত্তির ভিতরেই।

গত শতকের শুরু থেকেই ৮ ঘন্টা কাজের দিনের দাবি সহ সংস্কারবাদী দাবিদাওয়ার আন্দোলন সেকেলে হয়ে পড়েছে।

বিষয়টাকে কার্ল মার্কসের **ক্যাপিটাল** গ্রন্থের বিশ্লেষণ অনুসারে দেখা যাক:

**পুঁজি কোন জিনিস নয়, একটা সম্পর্ক - মালিক : মজুর সম্পর্ক।**

**পুঁজির আভ্যন্তরীণ রূপান্তর চক্র** বুঝতে ধরা যাক, **V = Value** বা সারা বিশ্বের পুঁজি সমষ্টির **মূল্য** (অর্থাৎ, সারা বিশ্বের পণ্য -

দ্রব্য ও সেবা - সমষ্টির অন্তরে নিহিত সামাজিক শ্রম), **c = constant capital** বা **স্থির পুঁজি**, **v = variable capital** বা **পরিবর্তনশীল পুঁজি** - সমগ্র হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমশক্তির মূল্য যার দাম বা টাকা নামকে বলা হয় **মজুরি** এবং **s = surplus value** বা **বাড়তি মূল্য** যার টাকা নাম **মুনাফা** (যা ভাগাভাগি হয় পুঁজিপতি শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে - সুদ, খাজনা, প্রতিষ্ঠানের লাভ, কর, দান-খয়রাত ইত্যাদিতে)। অতএব, **V = c+v+s**, যার ভিতরে **c+v** হল পুঁজিপতি শ্রেণীর লগ্নি করা **অগ্রীম পুঁজি** বা বিনিয়োগের মূল্য এবং **v+s** হল শ্রমিকশ্রেণীর উৎপন্ন ও পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া মূল্য। লক্ষ্য করুন, শ্রমিকশ্রেণী পায় **v** আর তার বিনিময়ে পুঁজিপতি শ্রেণীকে ফিরিয়ে দেয় **v+s,** আর রক্ষা করে **c** কে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্থায়ী সম্পত্তি হিসেবে। **শোষণের হার = s/v, মুনাফার হার = s/(c+v)**।

এখন, **V =** ১০০০, **c =** ৫০০, **v =** ২৫০, **s =** ২৫০ আর উৎপাদনের উপকরণের এবং সাংস্কৃতিক মানের উন্নতির বিশেষ অবস্থায় জীবনধারণোপযোগী ন্যূনতম মজুরি - দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদনে শ্রমিকশ্রেণীকে ৫ ঘন্টা কাজ করতে হয় ধরে নিয়ে নীচের ছকটি বিবেচনা করা যাক:

| V | c | | v | s | s/v | s/(c+v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল্য | স্থির পুঁজি | | পরিবর্তনশীল পুঁজি | বাড়তি মূল্য | শোষণের হার | মুনাফার হার |
| ১০০০ | ৫০০ | | ২৫০ | ২৫০ | ১০০% | ৩৩.৩৩% |
| | | **কাজের দিন** | **প্রয়োজনীয় শ্রম** | **বাড়তি শ্রম** | | |
| | | ১০ ঘন্টা | ৫ ঘন্টা | ৫ ঘন্টা | | |
| ১০০০ | ৫০০ | | ২৫০ | ২৫০ | ঐ | ঐ |
| | | ৮ ঘন্টা | ৫ ঘন্টা | ৩ ঘন্টা | | |
| ৯০০ | ৫০০ | | ২৫০ | ১৫০ | ৬০% | ২০% |

এখানে **V** এর **সরল পুনরুৎপাদন** (অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণী **s**-এর সবটাই ভোগ করে) ধরা হয়েছে, পুঁজির আঙ্গিক গঠন - **c/v** - **২:১** - একই আছে, তাই **c** সমানই থাকছে। কাজেই, এখন ১০ ঘন্টা কাজের দিন হলে শ্রমিকশ্রেণী মোটের উপর উৎপাদন করে: ৫ ঘন্টায় নিজেদের মজুরি - ২৫০ - যা তারা অগ্রীম পায় পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছ থেকে, এবং যা তাদের ফিরিয়ে দিতে হয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে - এটি **প্রয়োজনীয় শ্রম**, আর ৫ ঘন্টায় পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যে বাড়তি মূল্য (মুনাফা) - ২৫০ - এটি **বাড়তি শ্রম**।
এবার মজুরি, যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি সহ বাজারের সবকিছু সমান আছে ধরে কাজের দিন কমিয়ে ৮ ঘন্টা করা হলে **প্রয়োজনীয় শ্রম** ৫ ঘন্টাই থাকে, কিন্তু **বাড়তি শ্র**ম কমে দাঁড়ায় ৩ ঘন্টায়, তার মানে - ঘন্টায় ৫০ হিসেবে - **বাড়তি মূল্য** কমে হয় ১৫০, **মূল্য** হয় ৯০০, **শোষণের হার** ১৫০:২৫০ অর্থাৎ ৬০%, **মুনাফার হার** ১৫০:৭৫০ অর্থাৎ ২০%।
মজুর মজুরি বাবদ যা পায়, উৎপাদন করে তার চেয়ে বেশি - ওটাই মালিকদের মুনাফা বা বাড়তি মূল্য বা বাড়তি শ্রম। তাই নিয়োগকর্তারা বলে এবং লেখে - "Time is money"! তারা সবসময় চেষ্টা করে বাড়তি মূল্যটা বাড়াতে - কাজের সময় বাড়িয়ে, মজুরদের কঠোরতর ও দ্রুততর মাত্রায় খাটিয়ে, ক্রমোন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি লাগিয়ে বহু মজুরের উৎপাদন কম কম মজুরকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে।
**পুঁজি হল নিজে বেড়ে চলা মূল্য।** কাজেই বিষয়টি আরও বিশদ ও স্পষ্টভাবে দেখানো যায় **মূল্যের প্রসারিত পুনরুৎপাদন** আলোচনায়। কিন্তু সময় নেই, তাই আজ তা মুলতুবি রাখছি।

## বেকার সমস্যা

বেকার সমস্যা পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্ত । সংবিধানিক 'কাজের অধিকার' তাকে বাতিল করতে পারেনা।
মজুরি বা বেতন হল শ্রমশক্তির অর্থাৎ কর্মক্ষমতার দাম এবং তা নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রম-বাজারে চাহিদা ও যোগানের সম্পর্কের দ্বারা। মজুরি যাতে মুনাফার গোটাকেই গিলে খেতে না পারে, তার জন্য ঐ বাজারে সবসময়ই বাড়তি শ্রমশক্তির মজুত থাকা দরকার। সুতরাং একটি **বেকার বাহিনী**[১] পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জীবনীশক্তি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্য কোন সমাধান নেই।
**বেকার বাহিনী**[১] **বা 'শিল্পের মজুত বাহিনী' - এঙ্গেলস** তাঁর 'দ্য কন্ডিশন অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'কিন্তু যন্ত্রের উন্নতিসাধন মনুষ্য-শ্রমকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ও প্রসারের অর্থ যদি হয় মুষ্টিমেয় যন্ত্র-শ্রমিকের দ্বারা লক্ষলক্ষকায়িক শ্রমিকের অপসারণ, তাহলে যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধনের অর্থ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে যন্ত্র-শ্রমিকদের নিজেদেরও অপসারণ। শেষ পর্যন্ত এর তাৎপর্য হচ্ছে পুঁজির গড়পড়তা প্রয়োজনের চাইতে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন অতিরিক্ত মজুরি-শ্রমিক জনতার সৃষ্টি, সেই ১৮৫০ সালে আমি যাদের শিল্পের মজুত বাহিনী বলে অভিহিত করেছিলাম - শিল্পের তেজি

অবস্থায় যাদের হাতের কাছে পাওয়া যায়, শিল্পে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় দেখা দিলে যাদের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, পুঁজির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে এরা নিরন্তর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে, পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে মানানসইভাবে মজুরির হার নিম্নমানে দাবিয়ে রাখার নিয়ন্ত্রকের কাজ করে। মার্কসের ভাষায় যন্ত্র এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজির যুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, শ্রমের হাতিয়ার শ্রমিকদের হাত থেকে অনবরত ছিনিয়ে নেয় তাদের ন্যুনতম মানে বেঁচে থাকার উপকরণগুলি, মজুরের উৎপন্নদ্রব্যই তাকে বশে রাখার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। ... শ্রম-সময় সংক্ষিপ্ত করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার স্বরূপ যন্ত্র রূপান্তরিত হয় পুঁজির মূল্য বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রতিটি মুহূর্তকে পুঁজিপতির হাতে সমর্পণ করার অব্যর্থ উপায়ে। এইভাবে বেশকিছু মানুষের হাড়ভাঙা খাটুনি অন্যদের অলস হয়ে থাকার প্রাথমিক অবস্থা সৃষ্টি করে এবং সারা বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন ক্রেতা-সন্ধানী আধুনিক শিল্প নিজ নিজ দেশের জনগণের ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহারকে অনশনের পর্যায়ে নামিয়ে আনে আর তা করতে গিয়ে নিজের দেশের বাজারেরই সর্বনাশ ঘটায়। যে নিয়ম পুঁজির পুঞ্জীভবনের ব্যাপকতা ও প্রবলতার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার, অর্থাৎ শিল্পের মজুত বাহিনীর ভারসাম্য প্রতিনিয়ত রক্ষা করে, সেই নিয়মই প্রমিথিউসকে পাহাড়ে গেঁথে রাখা ভালকান দেবতার কীলকের চাইতেও শক্ত করে শ্রমিককে পুঁজির সঙ্গে বেঁধে রাখে। সে প্রতিষ্ঠা করে পুঁজির পুঞ্জীভবনের অনুরূপ দুর্দশার পুঞ্জীভবনকে। সুতরাং এক প্রান্তে পুঁজির পুঞ্জীভবন হচ্ছে একই সময়ে অপর প্রান্তে দুর্দশা, হাড়ভাঙা খাটুনির যন্ত্রণা, দাসত্ব, অজ্ঞতা, পাশবিকতা ও মানসিক অধঃপতনের পুঞ্জীভবন, মানে সেই শ্রেণীটির জীবনে যে উৎপাদন করে *তার নিজস্ব উৎপন্নকে* পুঁজিরূপে।' (*অ্যান্টি-ড্যুরিং*, মস্কো, ১৯৬৯,পৃ-৩২৪-২৬)।

**মার্কস** দেখিয়েছেন: '(১) রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র চলা শুরু করে শ্রমকে উৎপাদনের আসল আত্মা বলে ধরে নিয়ে, তবুও তা শ্রমিককে দেয়না কিছুই, আর ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সবকিছুই। ... এই আপাত বিরোধ হল *পর করে দেওয়া শ্রমের* সঙ্গে নিজের বিরোধ, এবং রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র কেবলমাত্র পর করে দেওয়া শ্রমের প্রণালীগুলিকে সূত্রায়িত করেছে। সুতরাং আমরা এও বুঝি যে ***মজুরি*** এবং ***ব্যক্তিগত সম্পত্তি*** অভিন্ন। বাস্তবিকপক্ষে, উৎপন্ন যেখানে শ্রমের উদ্দেশ্য হয়েও শ্রমের নিজেরই পাওনা মেটায়, মজুরি সেখানে শ্রমের পর হয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় পরিণতি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। অনুরূপভাবে, মজুরি শ্রমের ভিতরে শ্রম নিজেরই লক্ষ্য হিসেবে দেখা না দিয়ে, দেখা দেয় মজুরির চাকর হিসেবে। ... কাজেই জোর করে বাড়ানো মজুরি (ওরকম বাড়ানো একটা অনিয়ম বলে ওটা ধরে রাখা সম্ভব শুধু জোর করেই - এমন অসুবিধা সহ অন্য সব অসুবিধা অগ্রাহ্য করে) দাসের জন্যে অধিকতর পারিশ্রমিক ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তা মজুরের কিম্বা তার শ্রমের জন্যে মানবসুলভ প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা জিততে পারবে না। সত্যিই, এমনকি প্রুঁধোর দাবি মতো *মজুরির সমতা* কেবল আজকের দিনের মজুরের সঙ্গে তার শ্রমের সম্পর্ক সমস্ত মানুষের সঙ্গে শ্রমের সম্পর্কে বদলে দিতে পারে। তাহলে সমাজ কল্পিত হবে একজন বিমূর্ত পুঁজিপতি হিসেবে। মজুরি হল পর করে দেওয়া শ্রমের প্রত্যক্ষপরিণতি, আর পর করে দেওয়া শ্রম হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রত্যক্ষউৎপাদক। সুতরাং একের পতন নিশ্চিতভাবে অন্যটির পতনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

'(২) ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে পর করে দেওয়া শ্রমের সম্পর্ক থেকে আরও দেখা যায় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদি থেকে, আজ্ঞাধীনতা থেকে সমাজের মুক্তি প্রকট হয় *মজুরদের মুক্তির রাজনৈতিক রূপে* , অথচ একমাত্র *তাদের* মুক্তিই যে বিপন্ন তা নয়, বরং যেহেতু মজুরদের মুক্তি ধারণ করে বিশ্বজনীন মানব মুক্তিকে - এবং তা ধারণ করে একে এই কারণে যে মানব-আজ্ঞাধীনতার সমগ্রটাই জড়িয়ে আছে মজুরের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের ভিতরে, এবং আজ্ঞাধীনতার সমস্ত সম্পর্ক আসলে এই সম্পর্কের রকমফের ও ফলাফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ঠিক যেভাবে আমরা *ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার* উৎপত্তি নির্ণয় করেছি *পর করে দেওয়া, বিচ্ছিন্ন শ্রমের ধারণা বিশ্লেষণ করে*, সেইভাবেই রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের প্রতিটি *বর্গ* আমরা বর্ণনা করতে পারি এই দুটি উপাদানের সাহায্যে, এবং আমরা আবার দেখব যে প্রতিটি বর্গের ভিতরে, যথা, বাণিজ্য, প্রতিযোগিতা, পুঁজি, টাকা - কেবল এই প্রাথমিক উপাদানগুলির *বিশেষ* এবং *উন্নত প্রকাশরূপ* মাত্র।'

(*ইকনমিক অ্যান্ড ফিলজফিক ম্যানসক্রিপ্টস অব ১৮৪৪*, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভলিউম - ৩, মস্কো, ১৯৭৬, পৃ-২৮০-৮১)

## বেকারত্ব লোপ করতে চাকরি প্রথা লোপ কর!

প্রতিযোগিতার যন্ত্রণাধীনে মুনাফার জন্য চাপ, আরো কিছুটা উপরি মজুরি ঘরে আনার প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় খাটুনি - এগুলো হল একটা সমাজবিরোধী উৎপাদন ব্যবস্থার যুক্তিযুক্ত পরিনতি।

**কালবিরুদ্ধ পুঁজিবাদ আজও টিকে আছে কোন ভিত্তিতে ?** আমাদের **সম্মতি** - আমাদের **সমর্থন**।

আমাদের শিশুদের শুধু চাকরি চাইতে, চাকরির সাংবিধানিক 'অধিকার' চাইতে শেখানো হয়। অথচ সেই ১৮৭৫ সালে মার্কস লিখে গেছেন - 'অধিকার কখনো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তদ্বারা শর্তাবদ্ধ সাংস্কৃতিক উন্নতির উপরে উঠতে পারেনা।' (*গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা*, পিকিং ইংরাজি সংস্করণ, পৃ-১৭)।

পুঁজিবাদ কি তবে প্রকৃত উচ্চাকাঙ্খাহীন একটা জাতি সৃষ্টি করতে প্রায় সফল হয়ে উঠেছে!

চাকরি করা অর্থাৎ চাকর বা মজুরি-দাস হওয়া কি মর্যাদাকর?

কার্ল মার্কসের কন্যা তাঁকে প্রশ্ন করে ছিলেন - মজুর জীবনের সবচেয়ে অবমাননাকর বৈশিষ্ট্য কি?

মার্কস জবাব দিয়েছিলেন - "subservience" or, "serving as a means: instrumental" - মানে 'অপরের অগ্রগমনে বা উন্নতিসাধনে সহায়তা, বশ্যতা' বা, 'উপায় বা উপকরণ হিসেবে সেবা করা: যন্ত্রতুল্য বা হাতিয়ার হয়ে থাকা'।

পুঁজির মূল্য **V** এর ভিতরে **v** আর **s** এর মধ্যে ঐসব শত্রুতামূলক বিরোধ চলছে অবিরাম - এটাই **শ্রেণী সংগ্রাম**।

**এই শত্রুতার অবসান করা যায় একটি মাত্র উপায়ে - পুঁজির নিজে বেড়ে চলা মূল্যের সমগ্র সমীকরণটাকেই মানুষে মানুষে সম্পর্কের মাঝখান থেকে উপড়ে ফেলে দিয়ে - অর্থাৎ মজুরি-দাসত্ব প্রথা তথা পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করে।**

অন্য যেকোন লড়াই কেবল **v + s** এর পুনর্বন্টন সংক্রান্ত - **v** বনাম **s** এর - শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পুঁজিপতি শ্রেণীর, আর **s** এর ভাগাভাগি নিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার হিংস্র লড়াই ।

বহু পূর্বে ১৮৪৮ সালে **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো**-তে মার্কস ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস লিখেছেন: 'কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা যায়: ***ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ***।'

১৮৬৫ সালে ইন্টারন্যাশানাল ওয়ার্কিং মেনস এসোশিয়েশন (প্রথম আন্তর্জাতিক)-এর জেনারেল কাউন্সিলে মার্কস যুক্তি দিয়েছেন: ***'ন্যায্য কাজের দিনের জন্যে ন্যায্য মজুরি !'*** - এই রক্ষণশীল প্রবচনের বদলে মজুরদের নিজেদের ব্যানারে খোদাই করতে হবে বিপ্লবী স্লোগান - ***'মজুরি প্রথার বিলোপ !'*** (বক্তৃতাটি পরে *Value, Price and Profit* নামে প্রকাশিত হয়)।

১৮৭৫ সালে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন: কমিউনিস্ট সমাজ তার ব্যানারে খোদাই করবে: ***'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সাধ্য মতো, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন মতো !'*** (*গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা*, পিকিং ইংরাজি সংস্করণ, পৃ-১৭)।

**কেননা সভ্যতার অর্থ হওয়া উচিত - সূক্ষ্মতা, শৌখিনতা এবং আত্মমর্যাদা যা কেবল অবসর আর জীবনের স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে জ্ঞানের মিলন থেকেই আসতে পারে, চাই আনন্দদায়ক জীবিকা আর যথেষ্ট অবসর - মনুষ্যত্ব জানা ও চেনা এবং তার যোগ্য হয়ে ওঠা, সম্পত্তি দখল করা নয়।**

## চাই বিশ্ব জোড়া সংগঠন ও একতা

**বিশ্বায়ন - কবে থেকে ও কেন? বিচ্ছিন্নতা কবে থেকে ও কেন? শ্রেণী-ভেদ কবে থেকে ও কেন?**

পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র নয়, ওতো সেরেফ শৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সংঘর্ষময় সহাবস্থান।

বিশ্বসামাজিক সহযোগিতার সম্পর্ক-বিন্যাসে সমাজতন্ত্রই আনবে প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র।

'আধুনিক বিশ্বজনীন আদান-প্রদান সকলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে, কোন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না।' (মার্কস-এঙ্গেলস, *জার্মান দর্শন*, ১৮৪৫-৪৬, রচনা সমগ্র, ৫, পৃ-৮৮)।

১) যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নতি এখন কোন পর্যায়ে এবং তা কাজে লাগাতে পারলে কি হতে পারে?

২) জ্ঞান ও তথ্য সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে কি ঘটতে পারে?

৪) গণবিধ্বংসী হত্যাসংস্থান - সামরিক বাহিনী, অস্ত্র উৎপাদন ইত্যাদি কার দরকার এবং কেন?

৫) বিশ্বসমাজের বিশ্বনেতাগণ কি করছেন? ওঁরা কি বিশ্বের কোথাও কোন একটা সমস্যারও সমাধান করেছেন, না কি তারা তা করতে পারেন? অথচ শ্রমিকশ্রেণী আজও কিনা ঐসব রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, তথাকথিত সব বুদ্ধিজীবিঁ ও বিশেষজ্ঞদের হাতেই ছেড়ে রেখেছে দুনিয়ার যতো জটিল সমস্যার সমাধানের দায়-দায়িত্ব! আস্থা ও বিশ্বাস যেন আজ দোকানের ময়লা লাগা মাল! মজুররা আজও ওঁদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে প্রস্তুত, অথচ তাদের স্মৃতি ভরে রয়েছে বহু-বহু ব্যর্থতা এবং বঞ্চনার ধারাবাহিকতায়।

৬) সৌভ্রাতৃত্ব - 'সাম্য - মৈত্রী - স্বাধীনতা'পুঁজিবাদে?

৭) সম্পত্তি-মালিক শ্রেণীগুলিও - জমি, আর্থিক পুঁজি, শিল্প পুঁজি, পণ্য পুঁজি ইত্যাদি - প্রতিযোগিতার বাধ্যতায় সবসময়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত ...

৮) প্রত্যেকেই অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা, প্রচন্ড মানসিক ও দৈহিক চাপে ভুগছে - জীবন যেন রোজ-রোজই বেশি বেশি কঠিন হয়ে উঠছে।

৯) একমাত্র সোসালিস্টরাই বিশ্বের দিকে তাকাতে পারে - দুঃখবাদ বা হতাশা ছাড়াই।

১০) সোসালিস্টরা কখনো মিথ্যা আশা সৃষ্টি করে না, এবং কখনো হতাশ হয়নি।

বিশ্বটা যেমন এবং যে অবস্থায় রয়েছে তা দেখে আমরা জানি কি বিশাল কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন, আর এও জানি যে একটা স্পষ্ট-বর্ণিত ও নিশ্চিত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ও তার স্থিরসংকল্প উদ্যোগ কি করতে পারে। বিশ্বটা যে তার বিশ্বায়িত কাঠামোর তলায় তলায় জোড়ে জোড়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও নড়বড়ে তার কারণ তার ত্রুটিপূর্ণ ভিত। উৎপাদন ও বন্টনের উপকরণের ব্যক্তিগত (রাষ্ট্রীয় সহ) মালিকানা আর দরকার নেই, এই প্রথা থেকেই জন্ম নিয়েছে দারিদ্র, বেকারত্ব, প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ এবং শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী-ঘৃণা। অবিলম্বে এর উচ্ছেদ প্রয়োজন।

**(খসড়া - আংশিক)**

**বিনয় সরকার,**

**১লা মে ২০০৫, ওয়ার্ল্ড সোসালিষ্ট পার্টি (ইন্ডিয়া), ফোন: ২৪২৫-০২০৮**

---

বুদ্ধিজীবিঁ - তত্ত্বজ্ঞান এবং ব্যবহারিক সাংগঠনিক কাজকর্মে অভিজ্ঞ মার্কস এবং এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণায় তাঁদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হিসেবে যেসব নীতি ও পদ্ধতির কথা বলেছেন সেসবের ঠিক বিপরীত তত্ত্ব, ধারণা এবং সাংগঠনিক কাজকর্মকে যাঁরা মার্কসবাদ বলে চালিয়েছেন এবং আজও চালাচ্ছেন তাঁদের আমরা খুবই ভদ্রভাবে 'অশিক্ষিত বুদ্ধিজীবি'বলে ডাকতে পারি। ১৮৯০-এ এঙ্গেলস অট্টো ভন বোয়েনিগ্‌ককে কি লিখেছেন পড়ুন: 'সবচেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে যতো ছোট চাষি আর নাছোড়বান্দা অতি-চালাক সব বুদ্ধিজীবি - যারা সবসময় ভাবে তারা সবকিছুই জানে ততো বেশি ভালো, যতো কম তারা বোঝে তা।'